ভারতবর্ষে আইন পাসের পদ্ধতি

বিকাশ নস্কর
সহকারী অধ্যাপক
রাষ্ট্র বিজ্ঞান বিভাগ
মহীতোষ নন্দী মহাবিদ্যালয় জাঙ্গীপাড়া, হুগলী
ফোনঃ ৯৭৩৪৮১৯৮৭২
মেইলঃ naskarbikash461@gmail.com

This Photo by Unknown Author is licensed under CC BY

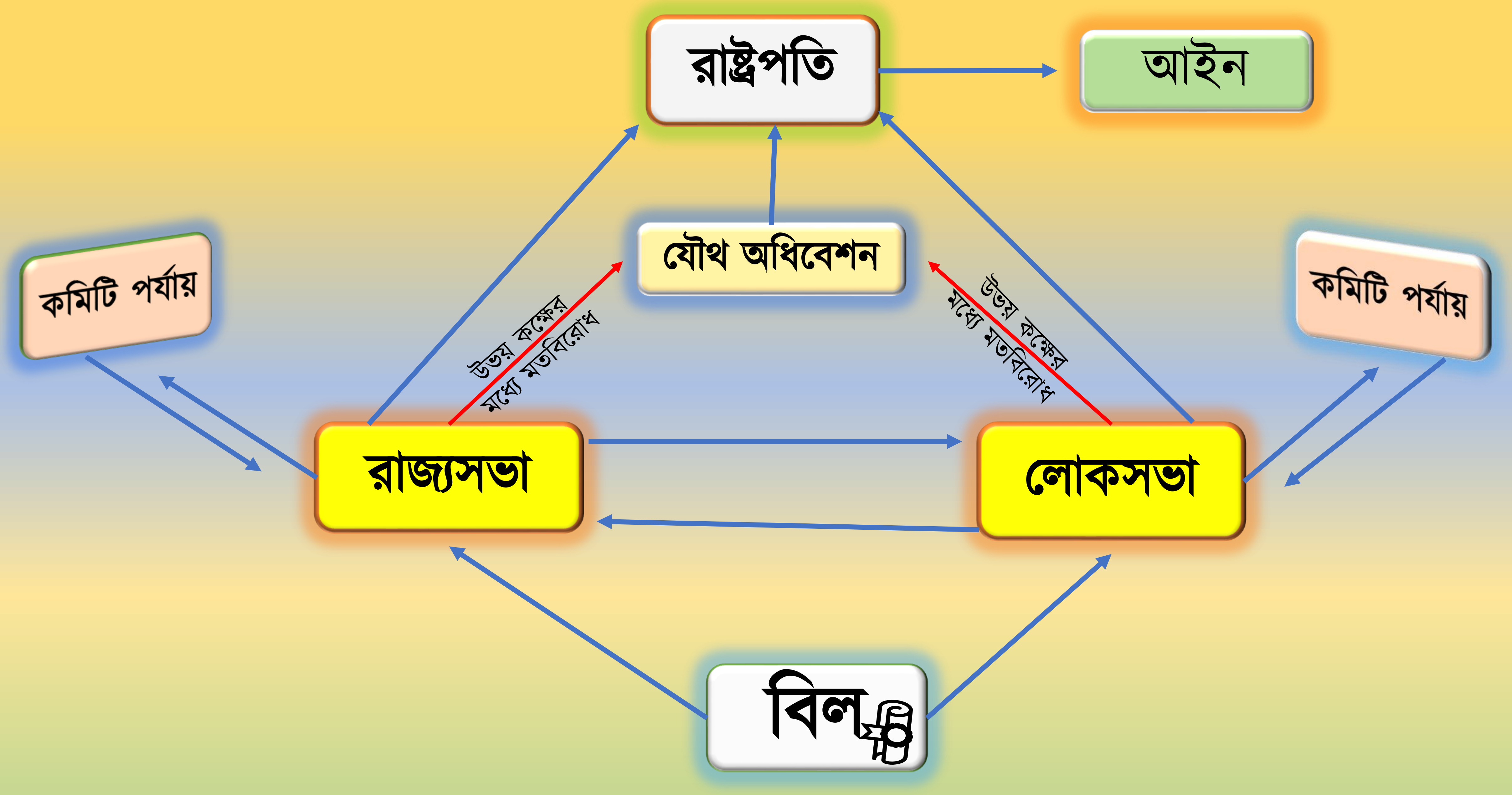
রাষ্ট্রপতি
আইন
যৌথ অধিবেশন
কমিটি পর্যায়
উভয় কক্ষের মধ্যে মতবিরোধ
উভয় কক্ষের মধ্যে মতবিরোধ
কমিটি পর্যায়
রাজ্যসভা
লোকসভা
বিল

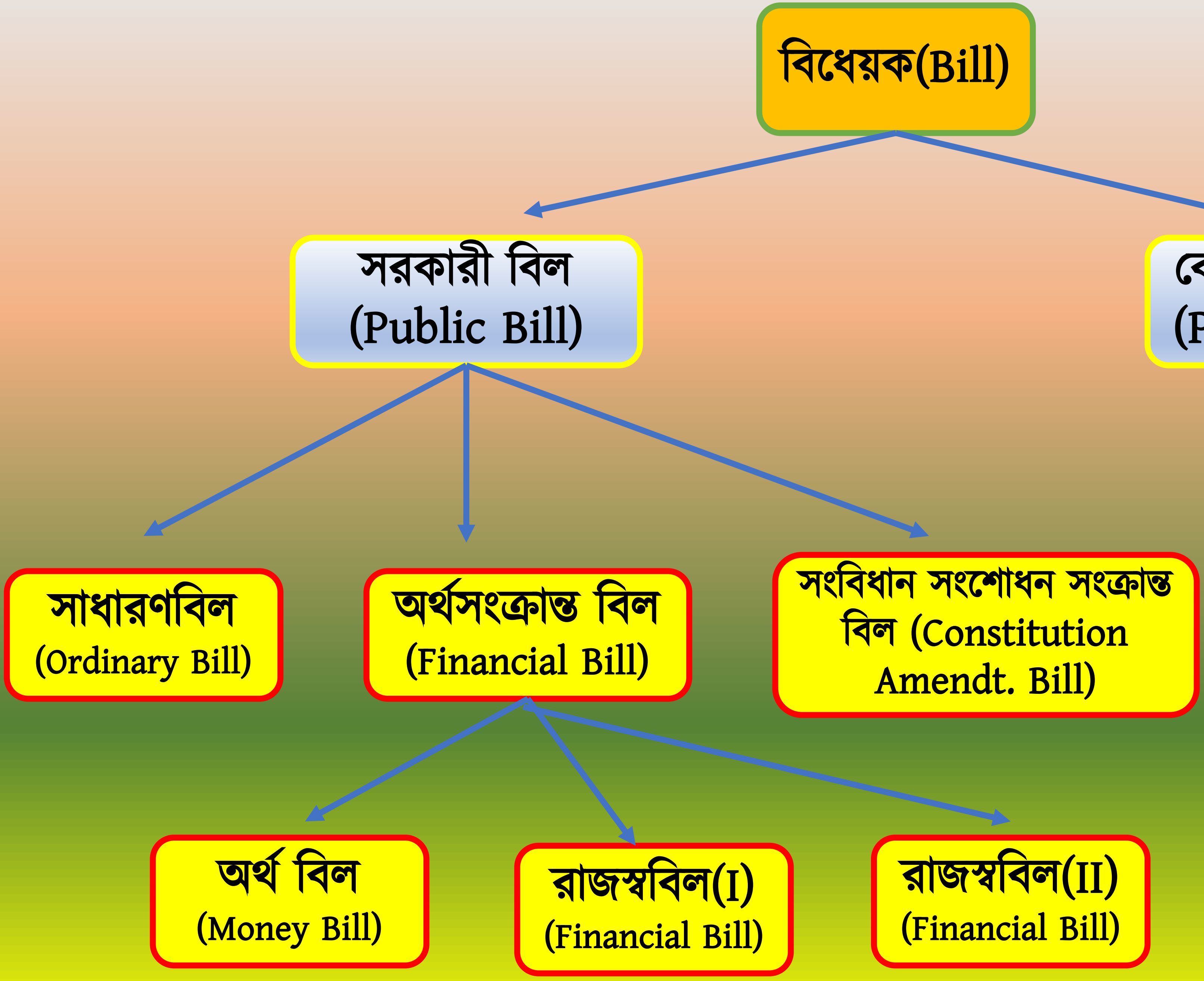
বিধেয়ক(Bill)
সরকারী বিল
(Public Bill)
বেসরকারী বিল
(Private Bill)
সাধারণবিল
(Ordinary Bill)
অর্থসংক্রান্ত বিল
(Financial Bill)
সংবিধান সংশোধন সংক্রান্ত বিল (Constitution Amendt. Bill)
অর্থ বিল
(Money Bill)
রাজস্ববিল(I)
(Financial Bill)
রাজস্ববিল(II)
(Financial Bill)

বিল কি এবং সরকারী ও বেসরকারী বিলের পার্থক্য কী?

আইন প্রণয়নের জন্য প্রথমে পার্লামেন্টের কোন সদস্যকে সভাকক্ষে একটি খসড়া প্রস্তাব পেশ করতে হয়, আইনের এই খসড়া প্রস্তাবকে বিল বলা হয়। বিলের সমগ্র কাঠামোটি কয়েকটি অংশে বিভক্ত থাকে- প্রস্তাবনা, মুখ্য অংশ এবং উদ্দেশ্য ও উপযোগিতা সম্পর্কিত সাধারণ বিবৃতি প্রভৃতি।

সরকারী বিল	বেসরকারী বিল
সকারের পক্ষ থেকে বিভাগীয় মন্ত্রীরা যে সব বিল উত্থাপন করেন সেগুলিকে সরকারী বিল বলে।	মন্ত্রী ছাড়া পার্লামেন্টের সাধারণ সদস্যরা যে বিল উত্থাপন করেন সেগুলি হল বেসরকারী বিল।
এক্ষেত্রে সাতদিনের নোটিশ প্রয়োজন হয়।	উত্থাপনের জন্য অনুমতি প্রার্থনা করে একমাসের নোটিশ দিতে হয়, তবে স্পিকার/চেয়ারম্যানের **অনুমতি সাপেক্ষে** একমাসের কম নোটিশেও উত্থাপিত হতে পারে
এটি সরকারের (ক্ষমতাসীন দল) নীতির প্রতিফলন ঘটায়।	এটি জনসমক্ষে বিরোধী দলের অবস্থান প্রতিফলিত করে।
এটি পার্লামেন্টে অনুমোদনের বেশি সুযোগ রয়েছে।	এটি সংসদে অনুমোদিত হওয়ার সম্ভাবনা কম।
হাউস দ্বারা এটির প্রত্যাখ্যান সরকারের প্রতি সংসদীয় আস্থার অভাবের অভিব্যক্তি, যা সরকারের পদত্যাগের কারণ হতে পারে।	হাউস কর্তৃক প্রত্যাখ্যান সরকারের প্রতি সংসদীয় আস্থা বা পদত্যাগের উপর কোন প্রভাব ফেলে না।
এটি আইনবিভাগের সাথে পরামর্শ করে সংশ্লিষ্ট বিভাগ দ্বারা খসড়া তৈরি করা হয়।	এক্ষেত্রে খসড়া প্রণয়নের দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট সদস্যের।
কোন সরকারী বিল সভায় আলোচনার জন্য গ্রহনের ক্ষেত্রে এ রকম কোন কমিটির সুপারিশ প্রয়োজন হয় না।	বেসরকারী বিল সভায় আলোচনার জন্য গৃহীত হবে কি না তা ‘বেসরকারী ও প্রস্তাব সম্পর্কিত কমিটি’র প্রতিবেদনের ভিত্তিতে নির্ধারিত হয়।

সাধারণ বিল ও অর্থ বিলের মধ্যে পার্থক্য

সাধারণ বিল (Ordinary Bill)	অর্থ বিল (Money Bill)
❖ এটি লোকসভা বা রাজ্যসভায় উপস্থাপন করা যেতে পারে ❖ এটি একজন মন্ত্রী বা কোন সদস্য দ্বারা উত্থাপন করা যেতে পারে। ❖ রাষ্ট্রপতির সুপারিশ ছাড়াই এটি উপস্থাপন করা হয়। ❖ এটি রাজ্যসভা দ্বারা সংশোধন বা প্রত্যাখ্যান করা যেতে পারে। ❖ এটিকে রাজ্যসভা সর্বোচ্চ ছয় মাসের জন্য আটকে রাখতে পারে। ❖ এটি রাজ্যসভায় প্রেরণ করার সময় স্পিকারের শংসাপত্রের প্রয়োজন হয় না (যদি এটি লোকসভায় উত্থাপিত হয়)। ❖ উভয় কক্ষে অনুমোদনের পরই এটি রাষ্ট্রপতির সম্মতির জন্য পাঠানো হয়। দুই কক্ষের মধ্যে মতবিরোধের কারণে অচলাবস্থার সৃষ্টি হলে রাষ্ট্রপতি উভয় কক্ষের একটি যৌথ অধিবেশন আহ্বান করতে পারেন। ❖ লোকসভায় এর পরাজয়ের ফলে সরকারের পদত্যাগ হতে পারে (যদি এটি একজন মন্ত্রী দ্বারা প্রবর্তন করা হয়) ❖ এটি রাষ্ট্রপতি কর্তৃক প্রত্যাখ্যান, অনুমোদিত বা পুনর্বিবেচনার জন্য ফেরত যেতে পারে।	❖ এটি শুধুমাত্র লোকসভায় উত্থাপন করা যেতে পারে, রাজ্যসভায় নয়। ❖ এটি কেবল একজন মন্ত্রীই প্রবর্তন করতে পারেন। ❖ এটি শুধুমাত্র রাষ্ট্রপতির সুপারিশের ভিত্তিতে উপস্থাপনকরা যায়। ❖ এটি রাজ্যসভা দ্বারা সংশোধন বা প্রত্যাখ্যান করা যাবে না। রাজ্যসভার উচিত সুপারিশ সহ বা ছাড়াই বিলটি ফেরত দেওয়া, যা লোকসভা গ্রহণ বা প্রত্যাখ্যান করতে পারে ❖ এটি রাজ্যসভা দ্বারা সর্বাধিক 14 দিনের জন্য আটকে রাখা যেতে পারে। ❖ এটি রাজ্যসভায় প্রেরণ করার সময় স্পিকারের শংসাপত্রের প্রয়োজন হয়। ❖ এটি শুধুমাত্র লোকসভা দ্বারা অনুমোদিত হলেও রাষ্ট্রপতির সম্মতির জন্য পাঠানো হয়। উভয় কক্ষের মধ্যে মতবিরোধের কোন সুযোগ নেই এবং তাই এই বিষয়ে উভয় কক্ষের যৌথ বৈঠকের কোন বিধান নেই। ❖ লোকসভায় এর পরাজয় সরকারের পদত্যাগের দিকে নিয়ে যায়। ❖ এটি প্রত্যাখ্যান বা অনুমোদিত হতে পারে কিন্তু রাষ্ট্রপতি দ্বারা পুনর্বিবেচনার জন্য ফিরিয়ে দেওয়া যাবে না।

অর্থসংক্রান্ত বিল

অর্থ বিল (Money Bill)

❖ ১১০ নং ধারায় উল্লেখিত সাতটি বিষয় বা তাদের মধ্যে যে-কোন একটিকে নিয়ে রচিত বিলই হল অর্থবিল। উল্লিখিত সাতটি বিষয় হল-

I. কোন কর আরোপ, বিলোপ, পরিহার, পরিবর্তন ও নিয়ন্ত্রণ;
II. ভারত সরকার কর্তৃক ঋণগ্রহণ বা কোন প্রতিশ্রুতি (Guarantee) প্রদান নিয়ন্ত্রণ, বা ভারত সরকার কর্তৃক গৃহীত বা গৃহীত হবে এমন কোন আর্থিক দায়িত্ব সম্পর্কিত আইনের সংশোধন;
III. সঞ্চিত তহবিলের বা আকস্মিকতা তহবিলে অর্থ প্রদান ও প্রত্যাহার;
IV. ভারতের সঞ্চিত তহবিল থেকে অর্থ বিনিয়োগ;
V. কোন ব্যয়কে ভারতের সঞ্চিত তহবিলের উপর ধার্য ব্যয় বলে ঘোষণা বা ঐ ধরনের ব্যয় বৃদ্ধি;
VI. ভারতের সঞ্চিত তহবিল বা সরকারী গণিতক খাতে অর্থপ্রাপ্তি বা ঐ ধরনের অর্থের তত্ত্বাবধান বা অর্থপ্রদান অথবা কেন্দ্রীয় বা আঞ্চলিক সরকারের হিসাব পরীক্ষা অথবা
VII. এক থেকে ছয় পর্যন্ত উল্লিখিত যে-কোন বিষয়ের আনুষঙ্গিক বিষয় [১১০(১) ধারা]।

রাজস্ব বিল/আর্থিক বিল(Financial Bill)

❖ রাষ্ট্রের রাজস্ব ও ব্যয় সংক্রান্ত সকল বিল হল অর্থ সংক্রান্ত বিল। অর্থ সংক্রান্ত বিল তিন ধরণের ১. অর্থবিল (১১০নং ধারা) ২. রাজস্ব বিল(I) [১১৭(১)], ৩. রাজস্ববিল (II) [১১৭(৩)]

❖ সমস্ত অর্থ বিল আর্থিক বিল কিন্তু সমস্ত আর্থিক বিল অর্থ বিল নয়। কেবলমাত্র সেই আর্থিক বিলগুলিই অর্থ বিল যেখানে সংবিধানের 110 অনুচ্ছেদে উল্লিখিত বিষয়গুলিকে জড়িত থাকে।

❖ রাজস্ব বিল (১) হল সেই বিল যেখানে ১১০ নং ধারায় উল্লেখিত বিষয় ছাড়াও সধারণ আইনের বিষয় যুক্ত থাকে। ধরাযাক কোন একটি বিলে ঋণ সংক্রান্ত কোন একটি ধারা/বিষয় রয়েছে, বিলের পুরো অংশটা ঋণ সক্রান্ত নয়।

❖ দুটি দিক থেকে, একটি আর্থিক বিল (I) একটি অর্থ বিলের অনুরূপ- (ক) উভয়ই শুধুমাত্র লোকসভায় উত্থাপন করা যেতে পারে এবং (খ) উভয়ই শুধুমাত্র পেশ করা যেতে পারে রাষ্ট্রপতির সুপারিশে। অন্যান্য সমস্ত ক্ষেত্রে, একটি আর্থিক বিল (I) একটি সাধারণ বিলের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য একই আইনী পদ্ধতি দ্বারা পরিচালিত হয়।

❖ যে সমস্ত বিলে ১১০নং ধারার কোন বিষয় নেই অথচ ভারতের সঞ্চিত তহবিল থেকে অর্থ ব্যয়ের প্রভিশন থাকে তা হল রাজস্ববিল(২)। এটি সধারাণ বিলের পদ্ধতি অনুসরণ করে।

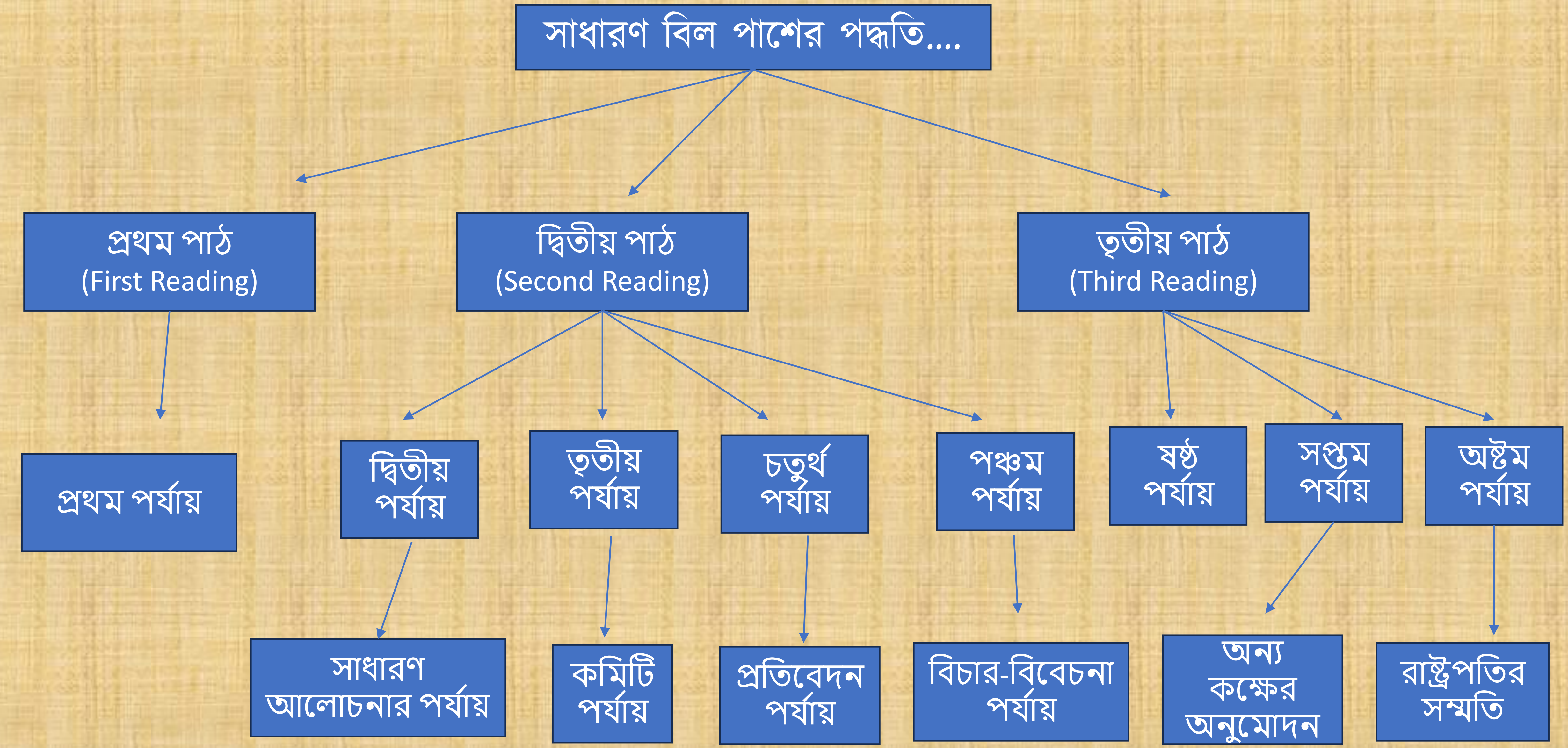
সাধারণ বিল পাশের পদ্ধতি....
প্রথম পাঠ (First Reading)
দ্বিতীয় পাঠ (Second Reading)
তৃতীয় পাঠ (Third Reading)
প্রথম পর্যায়
দ্বিতীয় পর্যায়
তৃতীয় পর্যায়
চতুর্থ পর্যায়
পঞ্চম পর্যায়
ষষ্ঠ পর্যায়
সপ্তম পর্যায়
অষ্টম পর্যায়
সাধারণ আলোচনার পর্যায়
কমিটি পর্যায়
প্রতিবেদন পর্যায়
বিচার-বিবেচনা পর্যায়
অন্য কক্ষের অনুমোদন
রাষ্ট্রপতির সম্মতি

প্রথম পর্যায়: প্রথম পাঠ; অধ্যক্ষের অনুমতি সাপেক্ষে বিলটি উত্থাপিত হয়। বিলের শিরোনাম পাঠ করা হয়, তর্ক-বিতর্ক হয়না। আলোচনার জন্য গৃহীত হবার পর সরকারী গেজেটে প্রকাশ করা হয়।

দ্বিতীয় পর্যায়: দ্বিতীয় পাঠ; অধ্যক্ষ বা সভাপতির নির্ধারিত দিনে বিলের দ্বিতীয় পাঠ শুরু হয়। এ পর্যায়ে বিল উত্থাপক যে-কোনো চারটি প্রস্তাব উত্থাপন করতে পারেন; যথা- (১) বিলটি এখনই বিবেচিত হোক;(২) বিলটিকে "নির্বাচিত কমিটি"-তে প্রেরণ করা হোক;(৩) সংসদের উভয় কক্ষের যৌথ কমিটিতে বিলটি প্রেরিত হোক; অথবা(৪) জনমত জানার জন্য বিলটি প্রচার করা হোক।

তৃতীয় পর্যায়ঃ কমিটি পর্যায়; সরকার ও বিরোধী উভয় পক্ষের সদস্যদের নিয়ে গঠিত কমিটিতে বিলটি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে আলোচিত হয়।

চতুর্থ পর্যায়ঃ প্রতিবেদন বা রিপোর্ট পর্যায়

পঞ্চম পর্যায়ঃ বিচার-বিবেচনার পর্যায়; এই পর্যায়টি গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এই পর্যায়ে বিলের প্রতিটি ধারা উপধারার চুলচেরা বিচার করা হয়। বিস্তৃত বিতর্ক চলে। একদিনের নোটিশে সংশোধনী প্রস্তাব উঠতে পারে। ব্যাপক আলোচনার পর বিলটির প্রতিটি ধারা উপধারার উপর ভোট গ্রহণ করা হয়। এই ভোটে সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ না করলে এখানেই বিলটি সমাধিস্ত হয়।

ষষ্ঠ পর্যায়: তৃতীয় পাঠ; এই পর্যায়ে বিলের উত্থাপক বিলটি গ্রহণের জন্য প্রস্তাব করেন। এই পর্যায়ে বিল সংক্রান্ত কোনো আলোচনা হয় না বা কোনো সংশোধনী গৃহীত হয়না। বিলটি পুরোপুরি গ্রহণ অথবা বাতিল করা হয়।

সপ্তম পর্যায়ঃ অন্যকক্ষে তিন ধরণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হতে পারে- **গ্রহণ, প্রত্যাখ্যান, ছ'মাস পর্যন্ত আটকে** রাখতে পারে। উভয় পক্ষের বিরোধ দেখাদিলে যৌথ অধিবেশন বসে।

অষ্টম পর্যায়ঃ রাষ্টপতির সম্মতি; সম্মতি দিতে পারেন আবার তিন ধরনের ভেটো ক্ষমতাও প্রয়োগ করতে পারেন।

অর্থ বিল পাসের পদ্ধতি

- অর্থবিলের বিষয়ে কোন প্রশ্ন তৈরি হলে সে বিষয়ে একমাত্র স্পিকারের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত। স্পিকারের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে কোন প্রশ্ন তোলা যায় না।
- রাষ্ট্রপতির সুপারিশের ভিত্তিতে কেবল একজন মন্ত্রীই শুধুমাত্র আইন সভার নিম্নকক্ষ লোকসভায় অর্থবিল উত্থাপন করেন। বিলের শিরোনাম পাঠের সাথে সাথে এর প্রথম পাঠ শেষ হয়।
- প্রথম পাঠের পর অন্যান্য বিলের মত অর্থবিলকেও দ্বিতীয় ও তৃতীয় পাঠ অতিক্রম করে রাষ্ট্রপতির সম্মতি লাভ করলে তারপর এটি আইনে পরিণত হয়।
- রাজ্যসভা অর্থবিল সংশোধন বা প্রত্যাখ্যান করতে পারেনা, শুধুমাত্র সুপারিশ করতে পারে। তবে তা গ্রহণ করতে লোকসভা বাধ্য নয়।
- রাজ্যসভা এটি সর্বাধিক 14 দিনের জন্য আটকে রাখতে পারে।
- এক্ষেত্রে কোন যৌথ আধিবেশনের ব্যবস্থা নেই।
- স্পিকারের সংশাপত্র নিয়ে অরথবিল রাষ্ট্রপতির সম্মতির জন্য পাঠানো হলে রাষ্ট্রপতি তাতে সম্মতিদেন বা সম্মতিদানে বিলম্ব করতে পারেন, কিন্তু পুনর্বিবেচনার জন্য ফেরৎ পাঠাতে পারেন না।

প্রশ্ন ও উত্তর

গ্রন্থপঞ্জি

- ঘোষ, হিমাংশু , ভারতের শাসন ব্যবস্থা ও রাজনীতি, মিত্রম, কলকাতা
- মহাপাত্র, অনাদিকুমার, ভারতের শাসনব্যবস্থা ও রাজনীতি, সুহৃদ, কলকাতা
- মুখোপাধ্যায়, অমলকুমার, ভারতীয় সংবিধান পরিক্রমা, শ্রীধর পাবলিশার্স, কলকাতা
- ব্যানার্জি, অরুণাভ, ভারতের কেন্দ্রীয় আইন বিভাগ (অপূর্বমোহন মুখপাধ্যায় ও ড. দেবাশিস নন্দী সম্পাদিত ভারতের সংবিধান), জয়দূর্গা লাইব্রেরী প্রাঃ লিঃ, কলকাতা
- মিস্ত্রি, ড. আশিষ, ভারততের আইনসভা (তুহিন কুমার দাস সম্পাদিত ভারতীয় সংবিধানের অভিমুখে), বিজয়া পাবলিশিং হাউস, কলকাতা।
- Laxmikant, M, Indian Polity(fifth edition), McGraw Hill Education(India) private Limited, Chennai.

ধন্যবাদ